শত্রু-মিত্রের প্রতি সমমনোভাব এই আশ্রম জীবনের বৈশিষ্ট্য। সন্ন্যাসীর কায়িক, বাচিক ও মানসিক হিংসা পরিত্যাগ অবশ্য কর্তব্য। এই আশ্রমে উপনিষদ বা বেদ অধ্যয়ন এবং সর্বদা আত্মজ্ঞানে নিমগ্ন থাকা প্রয়োজন।

আশ্রম ধর্মের পরিকল্পনার ভিত্তি হল যে নৈতিক নিয়ম (ethical principle) তা হল—'দেহাদির ও জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তিলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির আশ্রম নির্দিষ্ট কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে পালন করা উচিত।' পরমপুরুষার্থ মুক্তি লাভের পূর্বে একজন ব্যক্তিকে ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ—এই ঋণত্রয় মোচন করতে হবে। তাকে তা করতে হবে যথাক্রমে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ সম্পাদন ও পুত্রোৎপাদনের দ্বারা। ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য—এই দুই আশ্রমে মুমুক্ষু ব্যক্তি ঋণত্রয় মোচনের প্রচুর সুযোগ পায়।

সাধারণ ধর্মের পরিকল্পনা সকলের জন্য কতকগুলি সার্বিক নৈতিক নিয়মের (general ethical principles) নির্দেশ দেয়; এবং স্বধর্মের পরিকল্পনা কতকগুলি বিশেষ কর্তব্যসমূহের নির্দেশ দেয়, যা সমাজের কল্যাণ ও উন্নয়নের সহায়ক। সকলের জন্য সমান কল্যাণ (The common good of all) হল চরম আদর্শ ও নিয়ম যার দ্বারা ধর্ম নির্ধারিত হয়।[১৫] "ধর্মের এই মূল নিয়মগুলি কোন সম্প্রদায়ের বা কোন দেশকালের জন্য নহে; সকল দেশে, সকল কালে, সকল মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া ইহাকে বলে 'সনাতন ধর্ম'। ইহাতে চারি বর্ণ ও চারি আশ্রম আছে বলিয়া ইহার নাম 'বর্ণাশ্রম ধর্ম'। বেদ হইতে এই ধর্ম উদ্ভূত বলিয়া ইহাকে 'বৈদিক ধর্ম' বলে।"[১৬]

নৈতিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম যথেষ্ট নয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম ছাড়াও বাধ্যতামূলকভাবে সকলের পালনীয় সাধারণ ধর্ম বলে কতকগুলি কর্তব্য আছে, যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সামর্থ্য, সামাজিক মর্যাদা, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে পালন করতে হয়। তাই সাধারণ ধর্মের পরিধি অনেক ব্যাপক। এটি স্পষ্ট যে, সাধারণ ধর্ম বর্ণাশ্রম ধর্মের ভিত্তি। সাধারণ ধর্ম সেই সীমা নির্ধারণ করে যা অনুসরণ করে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনীয়। যেমন, ধর্মীয় যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য একজন ব্রাহ্মণ অন্যের দ্রব্য চুরি করবেন না, সেহেতু অস্তেয় বা চুরি না করা অন্যতম সাধারণ ধর্ম। লক্ষণীয় যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন কেবল মাত্র ব্যক্তির নিজ সমাজের কল্যাণ করে না, তা, যদিও

---

১৫. "The Ethics of the Purāṇas", C. S. Venkateswaran, *The Cultural Heritage of India*, Vol. II, pp. 293-297.

১৬. "শঙ্করচরিত", শ্রী ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য, উদ্বোধন, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৪৮।

ব্যক্তি চারভাবে বেদের অনুশীলন করত। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে 'মন্ত্র', গার্হস্থ্যাশ্রমে 'ব্রাহ্মণ', বানপ্রস্থাশ্রমে 'আরণ্যক', এবং সন্ন্যাসাশ্রমে 'উপনিষদ'।"[১৪]

ব্রহ্মচর্য অধ্যয়ন ও সংযম অভ্যাসের কাল। এই আশ্রমে শিষ্য গুরুগৃহে বেদ অধ্যয়ন করত এবং সে শারীরিক সুখের কথা চিন্তাই করত না। গুরুর সেবা করে সে ভিক্ষার দ্বারা জীবনযাপন করত। তাকে শুচিতা, সরলতা, কর্মতৎপরতা, সংযম, তিতিক্ষা অভ্যাস করতে হত। এভাবে সতর্ক মন, সুস্থ ও সবল শরীরের দ্বারা সে গার্হস্থ্য আশ্রমের জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে তুলত।

গার্হস্থ্য আশ্রম জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। যেহেতু এই আশ্রমেই সেবা ও যজ্ঞসম্পাদনের সবচেয়ে বেশি সুযোগ পাওয়া যায়। এই আশ্রমই অন্য আশ্রমের আশ্রয়স্থল। গৃহস্থের অন্যের প্রতি ঘৃণা, অহঙ্কার, গর্ব, রূঢ়তা, হিংসা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। গৃহস্থকে প্রতিদিন ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ সম্পাদন করে ঋষি, দেবতা, পূর্বপুরুষ, মানুষ এবং ইতর প্রাণীর ঋণ মোচন করতে হত। ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ হল ব্রাহ্মণ বা বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। এই যজ্ঞের দ্বারা বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিদের ঋণ মোচন হয়। দেবঋণ মোচন হয় যজ্ঞ সম্পাদনের দ্বারা। পিতৃঋণ মোচন হয় পূর্বপুরুষদের জলদানের দ্বারা তর্পণ করে। মনুষ্যঋণ মোচন হয় অতিথি সেবার দ্বারা। অন্য আশ্রমে স্থিত, যাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই, তাদের সেবা ও আশ্রয়দান গৃহীর অবশ্য কর্তব্য। ক্ষুধার্তদের অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, গৃহহীনকে আশ্রয়দান, দুঃস্থকে সেবার মাধ্যমে গৃহস্থের সামাজিক কল্যাণ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা কর্তব্য। ভূতযজ্ঞ হল দৃশ্য, অদৃশ্য সব ইতর প্রাণীকে খাদ্য দান। এই যজ্ঞের দ্বারা মনুষ্যেতর প্রাণীদের প্রতি গৃহস্থের ঋণ মোচন হয়।

বানপ্রস্থ বা অরণ্যের নির্জন বাস জীবনের সেই পর্ব যা অন্তিম পর্ব সন্ন্যাসের প্রস্তুতিকাল। এই আশ্রমে খাদ্য, পরিধান এবং অন্যান্য শারীরিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। শয্যা হয় কেবল ভূমি, গাত্রচর্ম ও কুশতৃণ হয় পরিধান। এই আশ্রমে দেবতা ও অতিথিদের সেবা, আরণ্যক বা বেদ অধ্যয়ন এবং একান্ত ধৈর্যসহকারে যজ্ঞ সম্পাদন করা কর্তব্য। এই আশ্রম গার্হস্থ্যাশ্রম থেকে সন্ন্যাসাশ্রমে উত্তরণের স্তর এবং সবকিছু ত্যাগের প্রস্তুতিকাল। জীবনের চতুর্থ পর্ব সন্ন্যাস আশ্রম। জাগতিক বস্তুর প্রতি বৈরাগ্যই এই আশ্রমে প্রবেশের যোগ্যতা। সর্বভূতে দয়া, কামনা-বাসনা থেকে মুক্তি, সুখ দুঃখে, লাভ লোকসানে সমত্ববোধ,

---

১৪. "হিন্দুধর্ম", অরুণেশ কুণ্ডু, পৃ. ১৪০।

যারা অল্প তমোগুণ, কিন্তু বহুলাংশে রজোগুণযুক্ত, তারা 'বৈশ্য' বলে কথিত। ভগবদ্‌গীতায় (১৮/৪৪) বলা হয়েছে ঃ "কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম।" যারা অল্প রজোগুণ, কিন্তু বহুলাংশে তমোগুণযুক্ত, তারা 'শূদ্র' বলে কথিত। ভগবদ্‌গীতায় (১৮/৪৪) বলা হয়েছে ঃ "পরিচর্যা (সেবা) শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম।"[১২*]

বর্ণ প্রথার (caste-system) ভিত্তি হল জন্মকালে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অসাম্য। এই অসাম্য ব্যক্তির পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃতকর্মের ফল, এবং তাই প্রত্যেকে তার নিজের অবস্থার জন্য দায়ী। কিন্তু ব্যক্তি তার জন্য নির্দিষ্ট কর্ম (স্বধর্ম) সম্পাদনের দ্বারা সমাজে উচ্চতর স্থান লাভে সমর্থ হবে।

বর্ণ ধর্মের (caste duties) নীতিতে একথাই বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক বর্ণ সমাজের একটি অঙ্গ হিসাবে যথাসাধ্য নিজ নিজ কর্ম (স্বধর্ম) সম্পাদন করবে, যাতে সমাজের সর্বাধিক অগ্রগতি, শৃঙ্খলা এবং কল্যাণ সম্ভব হয়। ভগবদ্‌গীতায় (৩/৩৫) বলা হয়েছে ঃ "স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট" ("স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ")। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম হলেও অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাপের ভয়ে যুদ্ধ করতে না চাইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভর্ৎসনা করে বলেন ঃ "স্বধর্ম লক্ষ্য করিয়াও তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়। কারণ, ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মঙ্গলকর আর কিছুই নাই।"[১৩]

আশ্রম ধর্ম ঃ বৈদিক শাস্ত্রে মানুষের জীবনকে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারটি আশ্রমে ভাগ করা হয়েছে। দিনের যেমন চারটি ভাগ, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন ও সায়াহ্ন, সেরূপ মানুষের জীবনের চারটি পর্ব। জীবনের এই চারটি পর্ব বা আশ্রমে একজনকে যথাক্রমে ছাত্র, গৃহস্থ, নির্জনবাসী ও সন্ন্যাসীর কর্তব্য পালন করতে হবে।

'আশ্রম' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে 'শ্রম' ধাতু থেকে, যার অর্থ পরিশ্রম করা। 'আশ্রম' শব্দটি কঠোর আত্মসংযমের ধারণাকে সূচিত করে। "চারটি আশ্রমে একজন

---

১২. "হিন্দুধর্ম", অরুণেশ কুণ্ডু, উদ্বোধন ।। ১০০ ।। শতাব্দী জয়ন্তী সঙ্কলন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৩৯।

* গীতায় মূল সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ এবং স্বামী জগদানন্দ, উদ্বোধন, ১৯৬১, হতে গৃহীত।

১৩. "Hindu Ethics", Swami Nikhilananda, *The Cultural Heritage of India*, Vol. II, pp. 6-7.

সমতুল নয়। কর্তব্য বা ধর্মরূপে ক্ষমা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নৈতিকতার (ethics of self-autonomy) সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নৈতিকতার লক্ষ্য হল নৈতিক জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শরূপে স্ব-নির্ভর ও স্বাধীন সত্তা নির্মাণ। অহিংসা ও ভূতহিতত্ব রূপ সাধারণ ধর্ম পালন অধিকতর মানবতাবোধসম্পন্ন জীবনকে সূচিত করে যেখানে ব্যক্তি নিজ ছাড়াও অন্যের কথা চিন্তা করেই তার নৈতিক আদর্শকে লাভ করতে পারে। এভাবে নৈতিক জীবনের ভাবনায় প্রশস্তপাদ ব্যক্তিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন।[১০]

স্বধর্ম ঃ সাধারণ ধর্ম স্বধর্মের ভিত্তিস্বরূপ এবং সাধারণ ধর্ম সেই সীমার নির্দেশ দেয় যার মধ্যে স্বধর্ম পালন করা প্রয়োজন। অস্তেয় (চুরি না করা) একটি সাধারণ ধর্ম। ধর্মাচরণ করতে গিয়ে একজন ব্যক্তির অন্যের দ্রব্য চুরি করা উচিত নয়। স্বধর্মের নীতি অসামাজিক কাজকে সমর্থন করে না, কেননা সমাজের ক্ষতি করলে একজন নিজেরই অবনতি ঘটায়।

স্বধর্ম বলতে বর্ণ (caste) ও আশ্রম ধর্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্মকে বোঝায়।[১১] বর্ণাশ্রম ধর্ম বেদমূলক। মনু বলেছেন, 'বেদঃ অখিল ধর্মমূলম্'।

বর্ণধর্ম (caste duties) ঃ বৈদিক শাস্ত্রে সমাজের মানুষকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণে ভাগ করা হয়েছিল। এই ভাগ করা হয়েছিল গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে ("চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ"—ভগবদ্গীতা ৪/১৩)। এখানে গুণ বলতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণকে বোঝান হয়েছে। সব মানুষের মধ্যে এই তিনটি গুণ থাকলেও মানুষের মধ্যে গুণের তারতম্য দেখা যায়। যাদের মধ্যে সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য, তাদেরকে নিয়ত উচ্চচিন্তা অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তা বা ব্রহ্মের চিন্তায় নিরত থাকতে দেখা যায়। এরূপ মানুষ 'ব্রাহ্মণ' বলে কথিত। ভগবদ্গীতায় (১৮/৪২) বলা হয়েছে ঃ "শম (মনের সংযম), দম (বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম), তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, আর্জব (সরলতা), জ্ঞান (শাস্ত্রজ্ঞান), বিজ্ঞান (তত্ত্বানুভূতি) এবং আস্তিক্যবুদ্ধি (শাস্ত্র ও ভগবানে বিশ্বাস)—এগুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম।" যাদের মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য তাদের মধ্যে বীরত্ব, নির্ভীকতা প্রভৃতি দেখা যায়। এরূপ মানুষ 'ক্ষত্রিয়' বলে কথিত। ভগবদ্গীতায় (১৮/৪৩) বলা হয়েছে ঃ "শৌর্য, তেজ, ধৃতি (ধৈর্য), দাক্ষ্য (কর্মকুশলতা), যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দানে মুক্তহস্ততা, ঈশ্বরভাব (শাসন ক্ষমতা)—এগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম।"

---

১০. *The Ethics of the Hindus*, Susil Kumar Maitra, pp. 9-15.

১১. "The Eithcs of the Purāṇas", C. S. Venkateswaran, p. 291.